12টি আদিত্য

এই 12টি আদিত্য মহাবিশ্বের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
দ্বাদশ আদিত্য স্তোত্রম:----
ততো য়ুদ্ধ পরিশ্রান্তং সমরে চিংতয়া স্থিতম ,
রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা য়ুদ্ধায় সমুপস্থিতম || 1
দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম ,
উপগম্যা ব্রবীদ্রামম অগস্ত্যো ভগবান ঋষিঃ || 2
রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম ,
য়নে সর্বানরীন বত্স সমরে বিজিয়ষ্যিসি || 3
আদিত্য হৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রু বিনাশনম ,
জয়াবহং জপন্নিত্যিম অক্ষয়্যং পরমং শিবম || 4
সর্বমংগল মাঙ্গল্যং সর্ব পাপ প্রণাশনম ,
চিংতাশোক প্রশমনম আয়ুর্বর্ধন মুত্তমম || 5
রশ্মিমিংতং সমুদ্যন্তং দিবাসুর নমস্কৃতম ,
পূজয়স্ব বিবস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম || 6
সর্বদিবোত্মকো হ্যষে তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ,
এষ দিবাসুর গণান লোকান পাতি গভস্তিভিঃ || 7
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চশিবিঃস্কন্দঃপ্রজাপতিঃ,
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো য়মঃ সোমো হ্যপাং পতিঃ || 8
পিতরো বসবঃ সাধ্যা হ্যশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ,
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাপ্রাণঃ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ || 9
আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান,
সুবর্ণসদৃশো ভানুঃ হিরণ্যরেতো দিবাকরঃ || 1০
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চিঃ সপ্তিসপ্তি-র্মরীচিমান ,
তিমিরোন্মথনঃ শংভুঃ ত্বষ্টা মার্তাণ্ডকোশুমান || 11
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরিঃ তপনো ভাস্করো রবিঃ,
অগ্নিগর্ভোদিতিঃে পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরিনাশনঃ || 12
1.শুক্রা বা ইন্দ্র: এটি ভগবান সূর্যের প্রথম রূপ। ঈশ্বরের রাজা হিসেবে তিনি আদিত্য স্বরূপ। তাদের ক্ষমতা সীমাহীন। ইন্দ্রিয়ের উপর তাদের কর্তৃত্ব আছে। এটি শত্রুদের দমন এবং দেবতাদের রক্ষা করার ভার।ইন্দ্রকে সকল দেবতার রাজা মনে করা হয়। তিনি বৃষ্টি উৎপন্ন করেন এবং তিনি স্বর্গ শাসন করেন। তিনি মেঘ ও বিদ্যুতের দেবতা। ইন্দ্রানীর স্ত্রী ছিলেন ইন্দ্রাণী। প্রতারণার কারণে ইন্দ্রের খ্যাতি খুব বেশি ছিল না। পরবর্তীকালে এই ইন্দ্রের নামে যিনিই শাসন করতেন, তাকে ইন্দ্র বলা হয়। ইন্দ্র পৃথিবীর কোনো সন্ন্যাসী ও রাজাকে নিজের থেকে শক্তিশালী হতে দেননি। তাই তারা কখনো অপ্সরাদের কাছ থেকে তপস্বীদের প্ররোচিত করে আবার কখনো রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মন্ডলের বর্ণনা অনুসারে, ইন্দ্র বিপাশা (ব্যাস) এবং শতদ্রু নদীর অগভীর জল শুকিয়েছিলেন, যাতে ভরতদের সেনারা সহজেই এই নদীগুলি অতিক্রম করতে পারে। দশরাজ্য যুদ্ধে ইন্দ্র ভরতের পক্ষে ছিলেন। সাদা হাতিতে চড়ে

Published on: Dec, 09 2022 11:28

ইন্দ্রের অস্ত্র হল বজ্র এবং তিনি অপার শক্তির দেবতা। ইন্দ্রের সমাবেশে, গন্ধর্বগণ সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতাদের আপ্যায়ন করেন এবং অপ্সরারা নৃত্য করেন।……………এই ইন্দ্রকে স্বর্গের রাজা বলা হয় ।

2.ধাতা : ধাতা হল অন্যান্য আদিত্য। এগুলো শ্রীবিগ্রহ নামে পরিচিত। তিনি প্রজাপতি নামে পরিচিত। এগুলো একটি গণসমাজ গঠনে অবদান রেখেছে। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মকানুন মানে না এবং যে ব্যক্তি ধর্মের অবমাননা করে, তাদের নজরদারি করা হয়। তাকে সৃষ্টিকর্তাও বলা হয়।

3. সবিত্ৰা বা পার্জন্যা: সবিত্ৰা বা পার্জনী তৃতীয় আদিত্য। তারা মেঘে বাস করে। মেঘের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। মেঘে বৃষ্টির কারণে বৃষ্টি হয়। তারা পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রশমিত করে এবং জীবনকে পুনঃপ্রসারিত করে। তাদের ছাড়া পৃথিবীতে জীবন সম্ভব নয়।

4. তবাস্থ্য বা ত্বাষ্ট: আদিত্যদের চতুর্থ নাম তবাস্থ্য বা শ্রীত্বাষ্ট থেকে এসেছে। এদের আবাসস্থল গাছপালা। এগুলো গাছ-গাছালিতে প্রচলিত। যারা ঔষধে থাকেন। তাদের তীক্ষ্ণতার সাথে, প্রকৃতির গাছপালাগুলিতে একটি তীক্ষ্ণ বিস্তার রয়েছে, যার দ্বারা জীবন পাওয়া যায়।

5.পুষা: পঞ্চম আদিত্য হলেন পুষা যিনি খাদ্যে বাস করেন। তিনি সব ধরনের শস্যের মধ্যে নিযুক্ত। এর মাধ্যমেই খাদ্যে পুষ্টি ও শক্তি আসে। শস্যের মধ্যে যা কিছু গন্ধ এবং রস থাকে, তা থেকে আসে।

6. আর্যমা : আর্যমান বা আর্যমা, অদিতির তৃতীয় পুত্র এবং আদিত্য নামক সৌর দেবতাদের মধ্যে একজনকে পিতার ঈশ্বরও বলা হয়। আকাশে তাদের পথ হল মিল্কিওয়ে। সূর্যের সাথে সম্পর্কিত এই দেবতাদের কর্তৃত্ব সকাল এবং রাতের চক্রের উপর।আদিত্যের ষষ্ঠ রূপটি আর্যমা নামে পরিচিত। তারা বায়ু আকারে জীবনী শক্তি প্রেরণ করে। গ্র্যাভিটির হল পৃথিবীর প্রাণশক্তি। তারা প্রকৃতির আত্মা আকারে বাস করে।

7. ভাগ: ভাগ সপ্তম আদিত্য। জীবের দেহে অঙ্গ আকারে বিদ্যমান। এই ভগ দেবদেবে দেহে চেতনা, শক্তি শক্তি, কর্ম শক্তি এবং প্রাণচাঞ্চল্য প্রকাশ করেন।

8. বিবস্বান: অষ্টম আদিত্য হলেন বিবস্বান। তিনি অগ্নিদেব। এদের মধ্যে যে তেজ ও তাপ রয়েছে তা সূর্য থেকে এসেছে। কৃষিকাজ ও ফল-ফলাদি হজম, পশুদের খাওয়া খাদ্য হজম হয় এই আগুনে। তিনি অষ্টম মনুর বৈবস্বত মনুর পিতা।

9. বিষ্ণু: নবম আদিত্য হলেন বিষ্ণু। দেবতাদের শত্রুদের বিনাশকারী দেবতা হলেন বিষ্ণু। তিনি জগতের সকল দুঃখ-কষ্টের মুক্তিদাতা। নবম আদিত্য হিসাবে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। ত্রিবিক্রমকে বিষ্ণুর বামন অবতার বলে মনে করা হয়। এই রাক্ষসদের যজ্ঞের সময় ঘটেছিল। 12টি আদিত্যের একজন বিষ্ণুকে পালনহার বলা হয় কারণ আমাদের প্রার্থনাই আমাদের সমস্যার সমাধান করে। তাকে সূর্যের রূপও ধরা হয়। তিনিই প্রকৃত সূর্য। বিষ্ণু শুধুমাত্র মানব বা অন্য রূপে অবতার করে ধর্ম ও ন্যায়বিচার রক্ষা করেন। বিষ্ণুর স্ত্রী দেবী লক্ষ্মী আমাদের সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি দেন। বিষ্ণু মানে জগতের অণু।

10. অংশ:- অংশ বা অংশুমান দশম আদিত্য। যে ব্যক্তি বায়ু রূপে প্রাণের উপাদান হয়ে দেহে বিরাজমান তিনি হলেন অংশুমান। জীবন জাগ্রত এবং তাদের পূর্ণ।

11. বরুণ: একাদশ আদিত্য জলের উপাদান, বরুণ দেবের প্রতীক। তারা মানুষের মধ্যে জল হয়ে বসে আছে। জীবন হচ্ছে সমস্ত প্রকৃতির জীবনের ভিত্তি। পানির অভাবে জীবন কল্পনা করা যায় না।বরুণকে অসুর সমর্থক বলা হয়। বরুণ স্বর্গের

সমস্ত নক্ষত্রের পথ নির্ধারণ করেন। বরুণ দেবতা ও অসুর উভয়কেই সাহায্য করেন। তিনি সমুদ্রের দেবতা এবং তিনি বিশ্বের নিয়ন্ত্রক ও শাসক, সত্যের প্রতীক, ঋতু পরিবর্তনকারী এবং দিন ও রাতের কর্তা, স্রষ্টা হিসাবে পরিচিতি।

12.মিত্র: মিত্র হলেন দ্বাদশ আদিত্য। যে মিত্র জগতের কল্যাণে তপস্যা করছেন, তার ঋষিদের কল্যাণ করার ক্ষমতা আছে।